বেড়িবাঁধের পাশে ৪ হাজার তাল গাছের বীজ রোপণ

কৃষকদের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

স্টাফ রিপোর্টার : বেড়িবাঁধ এবং ভবিষ্যতের বজ্রপাত ঠেকাতে একদিনে বাঁধের দুই পাশে ৪ হাজার তাল গাছের বীজ রোপণ করেছেন খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার কায়েমখোলা গ্রামের কৃষকরা। গতকাল রোববার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তাদের এই কার্যক্রম চলে। প্রায় একশ কৃষক এই কাজে অংশ নেন। এর আগে ধান ক্ষেতে পাখি বসার জন্য গাছের ডাল স্থাপন করেন তারা। কৃষকরা জানান, ধান ক্ষেতের পোকা দমনে আগে সবাই কীটনাশক ব্যবহার করতেন। এতে উৎপাদন ব্যয় বাড়তো। তারা নিজেরাও নানা রোগে আক্রান্ত হতেন। এখন কীটনাশকের বদলে ফসলের ক্ষেতে পাখি বসার জায়গা তৈরি করে দেন তারা। পাখি পোকা খেয়ে ফসলকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।

আর ইদানীং বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। আগে উঁচু গাছে বজ্রপাত হতো। কিন্তু গাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় সরাসরি মানুষের গায়ে বজ্রপাত হচ্ছে। ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা চিন্তা করে তারা বাঁধের উঁচু জমিতে তালের বীজ বপন করছেন।

কায়েমখোলা গ্রামের কৃষকদের এই কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বটিয়াঘাটার কর্মকর্তারা। ঢেউয়াতলা ব্লগোল্ড কৃষক স্কুলের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হন কৃষকরা।

গতকাল রোববার সকালে কায়েমখোলা গ্রামের বটতলা এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, গাছের ছায়ায় জড়ো হয়ে ফসল উৎপাদনের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা নিচ্ছেন কৃষকরা। শিক্ষক হিসেবে রয়েছেন উপজেলার সহকারী কৃষি কর্মকর্তা বিষাদ সিন্ধু মন্ডল। ফসলের পোকা দমনে

(২-এর পাতায়)

উদ্যোগ

মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করে আবহাওয়ার তথ্য নিয়ে আলোচনা করছেন খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার ঝড়ভাঙা গ্রামের নারী কৃষকরা ■ সমকাল

গ্রামের 'আবহাওয়াবিদ'

■ হাসান হিমালয়, খুলনা

খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার সাচিবুনিয়া বাজার থেকে কিছুদূর গেলেই ঝড়ভাঙ্গা গ্রাম। ওই গ্রামে রতন কুমার মণ্ডলের চায়ের দোকানে সারাক্ষণ ভিড় লেগেই থাকে। সবাই যে শুধু চা পান করতে আসেন, তা নয়। কেউ কেউ আসেন আবহাওয়ার খোঁজ নিতে।

গত সপ্তাহে ওই গ্রামে গিয়ে দেখা গেছে, রতন মণ্ডলের দোকানে বেশ ভিড়। ওই গ্রামের কৃষক সুব্রত কুমার জানতে চাইছেন– পাট জাগ দেবেন; এই সপ্তাহে কি পর্যাপ্ত বৃষ্টি হবে? মোবাইল দেখে রতন মণ্ডল জানালেন, এই (গত) সপ্তাহে বৃষ্টি কম হবে।

অনেকে জানতে এসেছেন– পূজার সময় কি বৃষ্টি হবে? এবারও রতন মণ্ডল মোবাইলের দিকে তাকালেন, 'অষ্টমীর দিন অল্প, দশমীর দিন থেকে পরবর্তী তিন দিন বৃষ্টি হবে। বৃষ্টির পরিমাণও বেশি।'

স্মার্টফোন দেখে কীভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছেন, জানতে চাইলে রতন কুমার মণ্ডল জানালেন– ঝড়ভাঙ্গা, সাচিবুনিয়া, রাঙেমারী, দরগাতলা গ্রামের প্রায় ১০০ কিষান-কিষানি মোবাইল দেখে আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলতে পারেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ স্কুলে এ বিষয়ে শিখেছেন তারা।

শুধু পুরুষরা নন; এই গ্রামের নারীরাও এখন বলতে পারেন কবে বৃষ্টি হবে, কবে আকাশ রৌদ্রোজ্জ্বল থাকবে। তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েই গ্রামের কৃষকরা চাষ করছেন। ফলও পাচ্ছেন ভালো। এবার আষাঢ় মাসে বৃষ্টি কম হওয়ায় খুলনা জেলায় আমন চাষ ব্যাহত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে রয়েছেন ঝড়ভাঙ্গা, সাচিবুনিয়া, রাঙেমারী, দরগাতলা গ্রামের কৃষক। আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখে তারা আগে থেকেই জানতেন কবে থেকে বৃষ্টি শুরু হবে। এ জন্য ১০ দিন আগেই বীজ ভিজিয়েছেন তারা। ওই চার গ্রামে আমন ধান অন্যান্য এলাকা থেকে ভালো হয়েছে।

গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ঝড়ভাঙ্গা, সাচিবুনিয়া, রাঙেমারী, দরগাতলা গ্রামের ৩০ জন কিষান-কিষানিকে নিয়ে একটি স্কুল খুলেছে। এর নাম ঝড়ভাঙ্গা ওয়েদার ইনফরমেশন গ্রুপ। স্মার্টফোন ব্যবহার করে কীভাবে আবহাওয়ার তথ্য পাওয়া যায়, তাদের শেখানো হয়েছে সেটাই। আর তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করছে নেদারল্যান্ডসের অখেনেঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয় ও আবহাওয়া অধিদপ্তর। এর মধ্যে নেদারল্যান্ডসের অখেনেঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণা প্রকল্পের আওতায় 'মেটিওল্ল' অ্যাপসের মাধ্যমে মাঠ স্কুলের কৃষকরা বর্তমানে ৭ দিন, ১৪ দিন ও তিন মাসের আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাচ্ছে। তাদের একটি ফেসবুক গ্রুপও রয়েছে। স্কুলের ৩০ জন শিক্ষার্থী থাকলেও সরাসরি আবহাওয়ার তথ্য পায় ১০০ জন কৃষক।

গ্রাম ঘুরে দেখা গেল, গ্রামের কৃষকরা আমনের সার ও সেচ দেওয়ার জন্য ঝড়ভাঙ্গা ওয়েদার ইনফরমেশন গ্রুপের সদস্যদের কাছে পরামর্শ নিতে যান। গ্রামে তাদের নাম হয়েছে আবহাওয়াবিদ।

ঝড়ভাঙ্গা গ্রামের কৃষক 'আবহাওয়াবিদ' তপন কুমার মণ্ডল বলেন, 'এখন মোবাইল দেখেই জমিতে সার দিই, ওষুধ স্প্রে করি। যেমন এর আগের সপ্তাহে স্প্রে করতে চেয়েছি। কিন্তু বৃষ্টি হবে, এমন পূর্বাভাস দেখে করিনি। গতকাল করেছি।' তিনি বলেন, ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭